আল্লাহ্‌র প্রতি সুধারণা

বই : আল্লাহর প্রতি সুধারণা
মূল : ড. ইয়াদ কুনাইবী
অনুবাদ : হাসান মাহমুদ

আল্লাহর প্রতি সুধারণা

ড. ইয়াদ কুনাইবী

শব্দতরু
শব্দের বুননে চেতনার উন্মেষ

আল্লাহর প্রতি সুধারণা

ড. ইয়াদ কুনাইবী

গ্রন্থস্বত্ব © সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশ
মুহাররম ১৪৪২ হিজরি / আগস্ট ২০২০ ইসায়ি

অনলাইন পরিবেশক
muhammadzone.com - ruhamashop.com
rokomari.com - wafilife.com

শব্দতরু
শব্দের বুননে চেতনার উন্মেষ

৩৪ নর্থব্রুক হল রোড, মাদরাসা মার্কেট (২য় তলা),
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবাইল : ০১৮৬৬ ০৫১১৪০
shobdotoru@gmail.com
www.facebook.com/shobdotoru.bd, www.shobdotoru.com

মূল্য: ৩০০ টাকা

Allah r Proti Sudharona by Dr. Eyad Qunaibi, Published by Shobdotoru
first Edition, August 2020

বইটি কেনো পড়বেন?

কিভাবে আপনি পরীক্ষাকে পুরস্কারে পরিবর্তন করবেন?

বিপদের নিয়ামত থেকে কিভাবে উপকৃত হবেন?

যেকোনো পরিস্থিতিতে কিভাবে নিজেকে মানিয়ে নিয়ে সফলভাবে জীবনযাপন করবেন?

পরিস্থিতি যা-ই হোক সবকিছুতে পজিটিভ দৃষ্টিভঙ্গি কিভাবে পোষণ করবেন?

কিভাবে আল্লাহর সাথে নিখাদ সম্পর্ক তৈরি করবেন; যার ফলে তাকেই শুধু ভয় করবেন, তাঁর কাছেই প্রার্থনা করবেন?

কিভাবে দৃঢ় মনোবল ও অনমনীয় প্রাণশক্তির অধিকারী হবেন?

তাকদিরের বিষয়ে অযাচিত মন্তব্য করা থেকে কিভাবে নিজের অন্তরকে পবিত্র করবেন; যে নির্ভেজাল অন্তর নিয়ে আপনি রবের সাথে মিলিত হওয়ার কামনা করতে পারবেন?

সর্বোপরি আপনার রবকে কিভাবে নিঃশর্ত ভালোবাসবেন; যে ভালোবাসায় কোনো ভেজাল নেই, যে ভালোবাসা অপরিবর্তনীয় অম্লান?

এই প্রশ্নগুলোর উত্তর এবং আরও বহু বিষয়ের সমাধান আশা করি পাঠক এই বইয়ে পাবেন।

অনুবাদকের কথা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য, যাঁর তাওফিকে সুসম্পন্ন হয় যাবতীয় কার্যক্রম। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক সাইয়িদুনা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ওপর।

বক্ষ্যমাণ বইটি জনপ্রিয় লেখক, গবেষক ড. ইয়াদ কুনাইবী হাফি. র সাড়া জাগানো গ্রন্থ 'হুসনুয যন বিল্লাহ' র অনুবাদ। মূল নামের সাথে মিল রেখে আমরা এর অনূদিত নাম দিয়েছি: 'আল্লাহর প্রতি সুধারণা'। নাম থেকেই বইয়ের বিষয়বস্তুর ধারণা পাওয়া যায়। যাপিত জীবনের বাঁকে বাঁকে সুখ-স্বচ্ছন্দের পাশাপাশি আমরা বিপদ-মুসিবতে আক্রান্ত হই। আমরা অনেকেই মনে করি, বিপদ মানেই দুঃখ-বেদনা-যন্ত্রণা। বিপদ মানেই আল্লাহর অসন্তুষ্টি। বিপদ শুধু কষ্টের ইতিবৃত্ত। আর তাই বিপদ এলে আমরা ধৈর্য হারিয়ে ফেলি। বিপদের সময়ে ধৈর্যধারণ করার কথা যদিও আমরা জানি, শুনি; কিন্তু বিপদের বাস্তবতায় আমরা ধৈর্য ও সবরের কথা ভুলে যাই। ভুলে যাই এই বিপদ আমার রবের পক্ষ থেকেই এসেছে। আর তিনি আমার সবচেয়ে অধিক কল্যাণকামী।

ড. ইয়াদ কুনাইবী কে আল্লাহ তাআলা মানুষের মনস্তত্ত্ব উপলব্ধি করার যোগ্যতা দিয়েছেন। সাথে কুরআন-হাদিসের নিগূঢ় রহস্য ও যোগসূত্র উদ্ধার করার অভাবিত ইলমি যোগ্যতাও আল্লাহ তাকে দিয়েছেন। যে বিষয়ে কলম ধরেন, তাতে অভিনবত্ব সৃষ্টি করেন। বলেন ও লেখেন অনেকেই; আর প্রত্যেকেরই নিজস্বতা রয়েছে। তবে ড. ইয়াদ কুনাইবীর স্বকীয়তা অনন্য সাধারণ। জটিল কোনো বিষয়ও পাঠককে একেবারে জলবৎ তরলং করে বোঝানোর সক্ষমতা আল্লাহ তাকে দিয়েছেন। এই গ্রন্থেও তার ব্যত্যয় ঘটেনি। এই বিষয়ে আরো অনেকেই বলেছেন, লিখেছেন; তবে তাঁর চিন্তা ও কুরআন-হাদিসের গবেষণালব্ধ মর্মের নির্যাস পাঠককে নতুন করে ভাবতে বাধ্য করে।

বিপদে ধৈর্যধারণ কেনো করবো? কিভাবে পাহাড়সম মুসিবত মাথায় নিয়েও শান্ত-স্থির থাকতে পারবো? বিপদে পড়ে আমরা হতাশায় ভুগি, এ থেকে কিভাবে বাঁচতে পারবো? সর্বোপরি এই বিপদকে রবের নিয়ামত হিসেবে উপভোগ করবো কিভাবে? এইসব বিষয়সহ আরও নানান বিষয়ের সমাধান দারুণভাবে আলোচনা করেছেন তিনি।

এই বই পড়তে গিয়ে মনে হবে, আপনি এমন একজন শাইখের আলোচনা শুনছেন, যিনি কখনো আত্মশুদ্ধির নসিহত করছেন তো কখনো ঈমান জাগানিয়া হৃদয়গ্রাহী বয়ান করছেন। কখনো মোটিভেশনাল লেকচার দিচ্ছেন। আর এইসব আলোচনাকে তিনি যেনো একসূত্রে গেঁথে দিচ্ছেন। আর তা হচ্ছে, রবের সাথে আপনার বন্ধন। এই বন্ধন যতো দৃঢ় হবে, রবের প্রতি সুধারণা ততো সংহত হবে। আর আপনি এর স্বর্গীয় স্বাদ উপভোগ করে ধন্য হবেন। তখন দুনিয়ার এইসব বিপদ-মুসিবতকে থোড়াই মনে হবে।

প্রিয় পাঠক, আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি অনুবাদে মূলের স্বাদ ও বৈশিষ্ট্য ধরে রাখতে। মূল গ্রন্থের কোনো অংশ আমরা বাদ দিইনি, যেনো লেখকের সৃষ্টি অক্ষুণ্ণ থাকে। কতোটুকু কী করতে পেরেছি, বোদ্ধা পাঠক তা বিচার করবেন। আল্লাহ এ গ্রন্থের সাথে সম্পৃক্ত প্রত্যেককে উত্তম বিনিময় দিন। আমিন।

- হাসান মাহমুদ

বিষয়সূচি

ভূমিকা ১১
অজানা ভয় কিভাবে দূর করবেন? ১৫
কিভাবে জানবেন আল্লাহ আপনার ব্যাপারে কল্যাণের ইচ্ছা করেছেন? ২১
বন্দী কে? ২৮
আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা হোক শর্তমুক্ত ৩১
আল্লাহর সাথে আপনার ভালোবাসার সম্পর্ক হোক নিরাপদ ৩৫
বিপদ-মুসিবত দিয়ে আল্লাহ আমাদের ভালোবাসতে চান ৪০
ভালোবাসায় ঘাটতি আছে কি না যাচাই হয়ে যাক ৪৬
আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ আমার কাম্য বস্তু আমাকে দেননি ৫৬
বিপদ কাটবে যথাসময়েই ৬২
এই স্বাদ বর্ণনাহীন ৬৭
দাঁতের ডাক্তারের চেম্বারে ৭২
আসুন প্রেমময় আল্লাহকে ভালোবাসতে শিখি ৭৪
ধৈর্যের উৎস কী? ৭৯
অনুগ্রহকারীদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেন ৮৭
নিরাশ হবেন না ৯৬
আল্লাহ তাঁর বান্দাদের ব্যাপারে দয়ালু ১০৪
আল্লাহ বান্দার দোষ গোপন করেন ১১০
হতাশা, নিঃসঙ্গতা, চিন্তা ও ভয় ১১৭
আল্লাহর ভালোবাসা প্রশান্তির কারণ ১২৫
কখনো হারিয়ে যাবেন না ১৩০
আমার জন্য করুন আম্মু ১৩৪
তাকদিরে যা আছে তা-ই হবে ১৩৬
কী হতো যদি?? ১৩৯
নিয়ামত লাভের উপায় তাহলে কী? ১৪২

যে ভালোবাসায় পিছুটান নেই ১৪৩
আল্লাহর কাছে কিছু পাওয়ার অধিকার আপনার নেই ১৪৬
কী গেলো কী হারালো এটা গুরুত্বপূর্ণ নয় ১৫০
অবস্থার সাথে নিজেকে মানিয়ে নিতে হয় ১৫৬
নিয়ামত উপভোগ করুন ১৬১
রব! এতো অনুগ্রহের যে আমি অযোগ্য ১৬৫
হৃদয়কে পরকালের স্মরণ দ্বারা আবাদ করুন ১৬৭
এই দুনিয়া প্রতিদান পাওয়ার জায়গা নয় ১৬৮
নিজেকে কয়েদী ভাবুন ১৭৩
সবকিছুর পাঁই পাঁই হিসেব রাখা হচ্ছে ১৭৪
ওহে মোর মন! নিজের ঠিকানা বেছে নাও ১৭৫
ধৈর্য ধরুন ও আল্লাহর সাথে সম্পর্ক গড়ুন ১৭৮
দুয়ারে প্রভু এসেছি অধম ১৯২
আল্লাহর সাথে বিশেষ সম্পর্ক ১৯৬
তাদের দেখে ভবিষ্যতে আপনি আনন্দিত হবেন ২০১
নিজেকে চিন্তামুক্ত করুন ২০৪
তাওফিক লাভের জিয়নকাঠি ২১২
একটি শিশুর মৃত্যু ও অনুপম ধৈর্যের শিক্ষা ২২৩

ভূমিকা

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের সৃষ্টিকর্তা, রিযিকদাতা, আমাদের প্রেমাস্পদ। তাঁর রহমত সর্বত্র বিস্তৃত। তিনি বান্দাদের সৃষ্টি করেছেন যেনো তারা তাঁর আনুগত্য করে। তাকে ভালোবাসে। বান্দাদের সৃজন করেছেন এবং নিয়ামতরাজি ও উপহার-উপঢৌকন দিয়ে তাদের ভালোবাসার বাঁধনে জড়িয়েছেন। কারণ, তিনি যে প্রেমময়। বান্দাদের তিনি সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের স্বীয় রহমতের চাদরে জড়িয়ে নিয়েছেন। কারণ, তিনি যে দয়ার আঁধার। তাদের সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের প্রতি সদয় আচরণ করেছেন এবং তাদের অবিরাম ভুলত্রুটি সত্ত্বেও তাদের প্রতি সহনশীল থেকেছেন। কারণ, তিনি সূক্ষদর্শী, অতিশয় সহনশীল।

ভালোবাসেন সুখের সময়ে বান্দার কৃতজ্ঞানুভূতি আর দুঃখের সময়ের সমর্পিত আহাজারী। আর বান্দা কখনো তাকে ভুলে গেলে তিনি তাকে পরীক্ষায় ফেলেন, যেনো সে তাঁর দিকে ফিরে, তাঁর প্রতি মনোনিবেশ করে; আর তিনি বান্দার আহাজারী ও দুআ-কান্নাকাটি শুনতে পান। এই পরীক্ষার ক্ষেত্রেও তাদের প্রতি তাঁর দয়া ও প্রজ্ঞার দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে।

আমি জীবনের কঠিনতম পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছি। তবে দয়াময় আল্লাহ স্বীয় প্রজ্ঞা ও দয়ায় অধমকে তাঁর প্রতি সুধারণা বদ্ধমূল রাখার তাওফিক দিয়েছেন। ফলশ্রুতিতে তিনি তাঁর প্রতি সুধারণার প্রতিদানে অধমকে ধন্য করেছেন। সেই সঙ্কটময় পরিস্থিতি, পরীক্ষার আগুনকে আমার জন্য সুশীতল ও প্রশান্তিদায়ক বানিয়েছেন। আর তিনি তো তাঁর প্রতি সমর্পিত বান্দার সাথে এরূপই করে থাকেন। হাদিসে কুদসীতে বর্ণিত হয়েছে,

أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي

আমি বান্দার ধারণামতোই তার সাথে আচরণ করি।[১]

১. [বুখারী : ৭৪০৫; মুসলিম : ২৬৭৫]

আল্লাহর শপথ, আপনি যখন আপনার রবের প্রতি ভালো ধারণা পোষণ করবেন এবং একজন সমর্পিত বান্দার মতো কাজ করবেন, তাহলে নিঃসন্দেহে আপনি তাঁর কল্যাণের বারিধারায় নিজেকে স্নাত হতে দেখবেন।

আপনার বিশ্বাস যখন বদ্ধমূল হবে যে, অবশ্যই আমার রব আমার হৃদয়ে সফলতা, সন্তুষ্টি এবং প্রশান্তি ঢেলে দিতে সক্ষম; পরিস্থিতি যতোই সঙ্কটাপন্ন হোক, পরিবেশ যতোই প্রতিকূল হোক। বিশ্বাস করুন, তিনি আপনার ধারণা মতোই আপনার কল্যাণে সবকিছু বাস্তবায়িত করবেন। তিনিই একক সত্তা; যিনি মানুষের সফলতা ও ব্যর্থতা নির্ধারণ করেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন,

﴿وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ﴾

'এবং তিনিই হাসান ও কাঁদান।'[২]

হ্যাঁ, আল্লাহ তাআলা এই বিপদের মাধ্যমে অধমকে অফুরান নিয়ামত দান করেছেন। আমি আল্লাহপ্রদত্ত এই নিয়ামতগুলো আবিষ্কার করতাম আর ডায়েরীতে কিছু কিছু টুকে রাখতাম। আমি এসবের বিবরণ লিখতাম। পরে বার বার তা আওড়াতাম আর পুলকিত হতাম। বিপদ একসময় ঠিকই কেটে গেছে, তবে আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে বিরাট বিরাট উপহারে তৃপ্ত হয়েছি।

আমি মহান রবের এইসব অনুগ্রহের কথা আমার দীনি ভাই-বোনদের জানানোর তাগাদা অনুভব করছি। যেনো আমার ভাইরাও আল্লাহর প্রতি সুধারণার এই নিয়ামত সম্পর্কে জানতে পারে।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ﴾

'এবং আপনার পালনকর্তার নিয়ামতের কথা প্রকাশ করুন।'[৩]

---

২. [সুরা আন-নাজম: ৪৩]

৩. [সুরা দুহা: ১১]

প্রিয় পাঠক, ডায়েরীতে যেসব কথা নোট করেছি, এখানে আমি সেসবের অধিকাংশই ছেড়ে দিয়েছি যেনো আলোচনা দীর্ঘায়িত না হয়।

প্রিয় ভাই, প্রিয় বোন, গুহাবাসী সেই যুবকদের ঘটনা অবশ্যই আপনাদের জানা আছে। রবের ওপর তাদের আস্থা ও সুধারণা কতখানি দৃঢ় ছিলো। সুরা কাহাফে তাদের কথা বিবৃত হয়েছে এভাবে,

﴿وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ﴾

'তোমরা যখন তাদের থেকে পৃথক হলে এবং তারা আল্লাহর পরিবর্তে যাদের ইবাদত করে তাদের থেকে, তখন তোমরা গুহায় আশ্রয়গ্রহণ করো'[৪]

যে গুহায় তাদের আশ্রয় নিতে বলা হয়েছে সেটা কেমন ছিলো? অন্ধকার, ভীতিপ্রদ জায়গা। জনপদ থেকে অনেক দূরে। কন্টকাকীর্ণ এবড়ো থেবড়ো পথ মাড়িয়ে সেখানে যেতে হয়। যার পথে পথে বিষাক্ত পোকামাকড়, শাপ-বিচ্ছুর শঙ্কা। না আছে পানি, না গাছ-লতা। তবে আল্লাহ চাইলে পরিবর্তন হতে কতক্ষণ! আল্লাহ তাআলা এ কথা জানাচ্ছেন এরপরই,

﴿فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا﴾

'অতএব তোমরা গুহায় আশ্রয়গ্রহণ করো। তোমাদের পালনকর্তা তোমাদের জন্য দয়া বিস্তার করবেন এবং তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের কাজকর্মকে ফলপ্রসূ করার ব্যবস্থা করবেন।'[৫]

আল্লাহ তাআলা স্বীয় কুদরত ও দয়ায় সেই গুহাকে তাদের জন্য নিরাপদ করে দিয়েছেন। তাদের মাঝে ভালোবাসা ও দয়ার অপূর্ব সম্মিলন ঘটিয়েছেন।

প্রিয় ভাই, আল্লাহর কসম! আপনার রব অতিশয় দয়ালু। আসুন, এই অবসরে আমাদের রবের পরিচয় জেনে নিই। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলাকে চেনা যায় তাঁর কাজের মাধ্যমে। আসুন, তাকে জানি, যেনো তাঁর প্রতি আমরা সুধারণা পোষণ করতে পারি। আল্লাহ তাআলা বলেন,

---

৪. [সুরা কাহাফ: ১৬]

৫. [সুরা কাহাফ: ১৬]

﴿فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا﴾

‘অতঃপর যদি তাদেরকে অপছন্দ করো, তবে হয়তো তোমরা এমন এক জিনিস অপছন্দ করছো, যাতে আল্লাহ অনেক কল্যাণ রেখেছেন।’[৬]

আসুন, আমরা আল্লাহর সাথে নিবিড় হই। তাঁর আশ্রয়ে আশ্রিত হই। আমাদের হৃদয়গুলোকে প্রাণবন্ত করি। তাঁর আলোচনার মাধ্যমে বরকতময় করে তুলি আমাদের আসরগুলো।

আরশের প্রতিপালক আল্লাহ তাআলার কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেনো এই গ্রন্থের দ্বারা আমাকে এবং আপনাদের উপকৃত করেন এবং এই গ্রন্থের মাধ্যমে তাঁর প্রতি আমাদের ভালোবাসা বৃদ্ধি করেন। আমিন।

৬. [সুরা নিসা : ১৯]

অজানা ভয় কিভাবে দূর করবেন?

মনে করুন আপনার কাছে কিছু উপহারসামগ্রী এসেছে। আপনি জানেন সেগুলো সাধারণ কোনো উপহার নয়; বরং দামি ও মূল্যবান। তবে উপহারগুলোর কিছু এসেছে সুন্দর ও আকর্ষণীয় মোড়কে আর কিছু এসেছে অসুন্দর সাদামাটা মোড়কে।

আচ্ছা এবার বলুন, মোড়কের সৌন্দর্য-অসৌন্দর্যে কী আসে যদি ভেতরের উপহারসামগ্রী মূল্যবান ও দামি হয়?

ঠিক তেমনি আপনি যখন জানবেন যে, অনাগত ভবিষ্যতে যা ঘটবে আপনি চাইলেই তা নিজের অনুকুলে আনতে পারেন। এখন তা কষ্টের পর অর্জিত হলো না মুফতে হাতে এলো—তা ভেবে অযথা সময় নষ্ট করে কী লাভ?

ভবিষ্যৎ নিয়ে মানুষ কেনো চিন্তা করে? কারণ সে জানে না কী অপেক্ষা করছে তার জন্য। আর এই ভয়-ই দুনিয়ায় তাবৎ মানবকুলের সুখানুভূতি নষ্ট করে দিয়েছে। কেননা তারা সবসময় এই শঙ্কায় থাকে, কখন জানি সুখ-স্বচ্ছন্দ্য ফুরিয়ে যায়। অবস্থা পাল্টে যায়।

সম্পদশালী কখনো নিঃস্ব হয়ে যায়, সুস্থ-সবল মানুষ কখনো দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়। সদা হাসিখুশি ব্যক্তি কখনো বিমর্ষ হয়ে পড়ে। নিরাপদজনও কখনো ভয়কাতর হয়ে পড়ে। ভালোবাসার প্রিয় মানুষটিও একসময় মৃত্যুবরণ করে।

তো আপনি যদি এই অজ্ঞাত শঙ্কা থেকে মুক্তি পেতে চান তাহলে কী করবেন? এক কথায়, আল্লাহর ওপর আস্থাকে সুদৃঢ় করুন। নিশ্চিন্ত থাকুন, আপনার রব আপনার অমঙ্গল করবেন না।

লক্ষ্য করুন, 'রিযা বিল কাজা' তথা তাকদিরের প্রতি সন্তুষ্টি—এটা হয় বিষয়টি ঘটার পর। আর মনের এই অবস্থা এমনি এমনি সৃষ্টি হয় না, এটা মূলত পরিণতি বা ফল; যা অর্জন করতে হয়। এমনকিছু বিষয়, যা করলে প্রয়োজনের সময় 'রিযা বিল কাজা' এমনিতেই অর্জিত হয়।

অনেকেই প্রশ্ন করে, 'রিযা' বা সন্তুষ্টির সম্পর্ক তো হলো মনের সাথে, মানুষ চাইলেই তো আর তা বাস্তবায়ন করতে পারে না; এতদ্বসত্ত্বেও এটা কী করে বান্দার কাছে চাওয়া হয়?

এর সরল জবাব হলো, আপনার সাধ্যে যা সম্ভব তা করুন। নিজের মন-মানসিকতাকে 'রিযা বিল কাজা' র জন্য তৈরি করুন আর আল্লাহ তাআলার নির্দেশনা সর্বাত্মক পালন করুন। তাহলে তিনি যথাসময়ে 'রিযা বিল কাজা' র তাওফিক আপনাকে দেবেন।

অজানা সংশয় যখনই আপনার মনের অলিন্দে উঁকি মারবে, সাথে সাথে স্বীয় অঙ্গীকার নবায়ন করে নেবেন। মনকে বলবেন, 'ওহে মন, তোমাকে সর্বাবস্থায় রবের ফয়সালার ওপর সন্তুষ্ট থাকতে হবে, কৃতজ্ঞ থাকতে হবে, ধৈর্যশীল হতে হবে। সর্বোপরি আল্লাহর সাহায্যের ব্যাপারে অবিচল আস্থাশীল হতে হবে।'

আর এটা করতে পারলে ভবিষ্যৎ নিয়ে আপনারার আর কোনো দুঃশ্চিন্তা থাকবে না। কারণ এখন অনাগত ভবিষ্যৎ আপনার জন্য অজানা রয়নি; বরং তা খোলা পাতার মতো উন্মুক্ত। ভাবছেন এটা কীভাবে?

সহজভাবে বলি, উপরোক্ত সিদ্ধান্ত নেয়ার মানে আপনি এ বিষয়ে নিশ্চিত যে, যা-ই ঘটুক তা আমার জন্য কল্যাণ বয়ে আনবে। হাদিসে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤمنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ لَهُ خَيْرٌ، وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ: إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ، صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ

'মুমিনের বিষয় বড় আশ্চর্যের; তার সকল বিষয়ই কল্যাণময়। এটা কেবল মুমিনের জন্যই প্রযোজ্য। জীবনে সুখ পেলে সে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, ফলে এটা তার জন্য কল্যাণকর হয়। পক্ষান্তরে কষ্ট-মুসিবতে আক্রান্ত হলে ধৈর্যশীল হয়; ফলে এটাও তার জন্য কল্যাণকর হয়।'[৭]

---

৭. [মুসলিম : ৭২২৯]

অতএব সুখের সময় শোকর আর দুঃখের সময় সবর এই সিদ্ধান্তে যখন অবিচল থাকবেন; তখন একথা বলে হা-হুতাশ করবেন না যে, 'আমি তো জানি না অনাগত ভবিষ্যৎ আমার জন্য কল্যাণ বয়ে আনবে না অকল্যাণ।' কেননা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বাণী থেকে এটা স্পষ্টত প্রতীয়মান হয় যে, ভবিষ্যৎ আপনার জন্য কল্যাণই বয়ে আনবে।

এখানে আশার ব্যাপার হলো, এই সমর্পণের পর অনাগত ভবিষ্যৎ আপনার জন্য আর অজ্ঞাত রয়নি যে এই চিন্তায় নিজেকে নিঃশেষ করতে হবে।

ধনাঢ্যতা হোক বা দারিদ্রতা, সুস্থতা হোক বা অসুস্থতা; প্রিয়জনরা বেঁচে থাক বা মারা যাক—এসবে আপনার ভড়কে যাবার, হা-হুতাশ করার কিছু নেই। কারণ আল্লাহর ইচ্ছায় আপনি চাইলেই পারেন এইসব আপাত বৈসাদৃশ বিষয়গুলোকে নিজের জন্য কল্যাণকর ও উপকারী সাব্যস্ত করতে। এক্ষেত্রে আপনাকে যা করতে হবে তা হলো, শোকর ও সবরের সিদ্ধান্ত নেয়া।

এমনটা বলবেন না, আমি যদি 'রিযা ও সন্তুষ্টি' র সিদ্ধান্ত নিই-ও তবে কথা হলো আল্লাহ যদি আমার ভাগ্যে 'সবর' লিখে না রাখেন, তাহলে? আপনার বরং স্মরণ করা উচিৎ আল্লাহ তাআলার বাণী,

﴿مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ وَمَن يُؤْمِن بِاللهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾

'আল্লাহর নির্দেশ ব্যতিত কোনো বিপদ আসে না। আর যে আল্লাহর ওপর বিশ্বাস স্থাপন করে, তিনি তার অন্তরকে সৎপথ প্রদর্শন করেন। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সম্যক পরিজ্ঞাত।'[৮]

এই আয়াত ব্যাপক অর্থবহনকারী। যেমন, যে ব্যক্তি নিজের বিষয়াদি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার ওপর ন্যস্ত করবে তাঁর প্রতি পরিপূর্ণ বিশ্বাসী হয়ে—আল্লাহ তাকে সঠিক পথের দিশা দেবেন। তাকে দৃঢ়তা দান করবেন এবং সাহায্য করবেন।

---

৮. [সুরা তাগাবুন : ১১]

সুতরাং বুঝা গেলো 'রিযা ও সবর' মূলত আল্লাহর ওপর অবিচল ঈমান এবং তাঁর প্রতি সমর্পিত হৃদয়ের নিদর্শন।

তাছাড়া এই অনাহুত শঙ্কার নববী চিকিৎসাও কিন্তু আছে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللهُ

'যে ব্যক্তি ধৈর্য-সহিষ্ণুতা অবলম্বনের চেষ্টা করবে, আল্লাহ তাআলা তাকে ধৈর্যশীলতা দান করবেন।'[৯]

অতএব আপনি নিজে সক্রিয় হন। সিদ্ধান্ত নিন। এসব বলা ছাড়ুন যে, 'এতকিছুর পরও কথা হলো, আল্লাহ যদি ভাগ্যে না রাখেন তাহলে ধৈর্যধারণ কী করে করবো?'

বিশ্বাস রাখুন, আল্লাহ তাআলা অবশ্যই সর্বাপেক্ষা সহনশীল ও দয়ালু। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সবরের জন্য আসবাব-উপকরণ নির্ধারণ করে রেখেছেন, যে সেগুলো পরিপূর্ণভাবে অবলম্বন করবে আল্লাহ তাআলা তাকে সবর, প্রশান্তি ও আত্মতৃপ্তির নিয়ামত প্রদান করবেন।

সুতরাং নিজের কর্ম-প্রচেষ্টার মাধ্যমেই আপনাকে আল্লাহর কাছ থেকে সবর অর্জন করতে হবে। এটা আপনার সাধ্যের মধ্যেই, সাধ্যের বাইরে নয় কিছুতেই।

হয়তো বলবেন, 'আমি "রিযা বিল কাজা" র সিদ্ধান্ত নিতে চাই কিন্তু মন এ ব্যাপারে সায় দেয়না। কারণ সে ভয় পায় এতে বিপদ-মুসিবতের পাহাড় চেপে বসবে, যা সে সহ্য করতে পারবে না।'

ধৈর্যধারণের হিকমাহ সম্পর্কে যখন আমরা জানবো, তখন এই সমস্যা থেকে উত্তরণের পথ বেরিয়ে আসবে। সামনের আলোচনাগুলোতে আমরা এই বিষয়ে আলোকপাত করবো বিইযনিল্লাহ।

---

৯. [বুখারী : ১৪৬৯; মুসলিম: ১০০২]

যদি বলেন, 'আমি এখন এই সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম, কেননা আমি আল্লাহকে ভালোবাসি; কিন্তু যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে বড় কোনো পরীক্ষা আসে তখন এই ভালোবাসা প্রভাবিত হয়ে যেতে পারে।

হ্যাঁ, এই প্রশ্নের সমাধানও আমরা বের করবো ইনশাআল্লাহ। আল্লাহর সাথে আমাদের ভালোবাসার স্বরূপ কেমন হওয়া উচিৎ, তাঁর সাথে ভালোবাসার সম্বন্ধকে নিরাপদ ভিত্তির ওপর কিভাবে দাঁড় করাতে হয়; যেনো আমরা তাঁর সঙ্গ, সহযোগিতা লাভের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত থাকতে পারি পরিস্থিতি যা-ই হোক না কেনো—এইসব বিষয়ও খোলাসা করার প্রয়াস আমরা চালাবো ইনশাআল্লাহ।

প্রিয় ভাই, আপনার কাছে প্রত্যাশা থাকবে, আল্লাহ তাআলার হিকমাহ ও রহমতের ওপর আপনার বিশ্বাসের মাত্রা যেনো পরিপূর্ণ হয়। নিখাদ ও অটল হয়।

'রিযা বিল কাজা' র সিদ্ধান্ত নেয়ার এখতিয়ার আপনার। তবে 'রিযা' যেনো হয় নিখাদ, নির্ভেজাল। এই 'রিযা' আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার ব্যাপারে বিরূপ ধারণা পোষণ ও তাঁর কার্যাদির ব্যাপারে আপত্তি জ্ঞাপন থেকে মুক্ত হতে হবে।

স্মর্তব্য, 'রিযা বিল কাজা' র এই ব্যাখ্যার উদ্দেশ্য এটা নয় যে, আপতিত অনাকাঙ্খিত কোনো বিষয়ের প্রভাব নিজের মধ্যে পড়তে পারবে না। এটা তো মানুষের স্বভাববিরুদ্ধ বিষয়। এটা স্বাভাবিক বিষয যে, কেউ রোগাক্রান্ত হলে দুঃখ-বেদনায় আক্রান্ত হবে; এটা নিষিদ্ধ নয়। তবে তাকদিরের ব্যাপারে বিরূপ মন্তব্য পোষণ এবং আল্লাহ সুবহানাহু এর ওপর আপত্তি তোলা যে, 'আমাকে কেনো এই মুসিবতে আক্রান্ত করলেন?', 'কী পাপ করেছি যে, আমার সাথে এমনটা হলো?' এ ধরণের কথাবার্তা সর্বৈব নিষিদ্ধ, নিন্দনীয়। এক্ষেত্রে বান্দার কাজ হচ্ছে, আল্লাহ তাআলার প্রশংসা জ্ঞাপন করা এবং ধৈর্যধারণ করা। এতে কী হবে? বান্দা পরকালে সবরের বিনিময় লাভ করবে, সাথে দুনিয়াতে নগদে রিযা ও প্রশান্তির স্বাদ আস্বাদনে তৃপ্ত হবে।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক্ষেত্রে কী করতেন? তিনি এ-দুআ পড়তেন,

وأسألُكَ الرِّضَاءَ بعدَ القضاءِ

'হে আল্লাহ, আপনার কাছে তাকদিরের ওপর সন্তুষ্টি কামনা করি।'[১০]

'রিযা বিল কাজা' অর্জনের জন্য আর কী করবেন? যখন বিছানায় শুতে যাবেন, তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শেখানো দুআ পড়ে নেবেন,

اللهُمَّ أسلَمْتُ نَفْسي إليك، وفوَّضْتُ أمري إليك

'হে আল্লাহ, আমি নিজেকে আপনার কাছে সমর্পণ করলাম। আমার যাবতীয় বিষয় আপনার ওপর ন্যস্ত করলাম।'[১১]

এ দুআ পাঠ করবেন পূর্ণ বিশ্বাস নিয়ে, পরিপূর্ণ সমর্পিত হয়ে। বিশ্বাস যেনো হয় এমন যেমনটা আল্লাহ তাআলা তাঁর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে আশ্বস্ত করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا﴾

'আপনি আপনার পালনকর্তার নির্দেশের অপেক্ষায় সবর করুন। আপনি আমার দৃষ্টির সামনে আছেন।'[১২]

অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা তাঁর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে অভয় দিচ্ছেন যে, আপনি ভয় পাবেন না। কারণ আপনি আমার নিরাপত্তা ও তত্ত্বাবধানে রয়েছেন। আমার প্রজ্ঞা ও অনুগ্রহের পরশে রয়েছেন।

মূলকথা: সর্বাবস্থায় 'রিযা বিল কাজা' র সিদ্ধান্ত নিন। অজ্ঞাত শঙ্কা থেকে চিরমুক্তি মিলবে ইনশাআল্লাহ।

---

১০. [নাসায়ী : ১৩০৫]
১১. [বুখারী : ৬৩১৩, ৬৩১৫]
১২. [সুরা তুর : ৪৮]

কিভাবে জানবেন আল্লাহ্ আপনার ব্যাপারে কল্যাণের ইচ্ছা করেছেন?

প্রিয় ভাই, আল্লাহর শপথ করে বলছি, আমি মনে করি আপনি জীবনে এরচেয়ে চমৎকার অনুভূতির স্বাদ উপভোগ করেননি। কী সেই অনুভূতি আসুন জেনে নিই। আচ্ছা বলুন, মহামহিম আল্লাহ আপনার ব্যাপারে বল্যাণের ইচ্ছা করেছেন, বাহ্যত যা-ই ঘটুক—এরচেয়ে আনন্দের কথা আর হতে পারে? তবে হ্যাঁ, এই অনুভূতির স্বাদ পেতে কখনো বিপদ-মুসিবতের মুখোমুখি হতে হয়।

পক্ষান্তরে আপনি যদি সুস্থ-স্বচ্ছন্দ জীবনযাপন করেন। কাঙ্খিত লাইফস্টাইল উপভোগ করেন। বলা যায়, পার্থিব সুখ-সম্ভার আল্লাহ আপনার নাগালে এনে দিয়েছেন। এমন জীবন পেয়ে তৃপ্তির ঢেকুর না তুলে বরং আপনার উচিৎ নিজেকে প্রশ্ন করা, 'এই সুখ কি পরকালিন সঞ্চিত নিয়ামতরাজি থেকে অগ্রীম দেয়া হচ্ছে আমাকে? এটা আবার ছাড় নয়তো?! এমন নয়তো যে, পরকালে আমার ত্রুটি-বিচ্যুতির শাস্তি দেয়ার জন্য আল্লাহ তাআলা আমার পাওনা দুনিয়াতেই দিয়ে দিচ্ছেন?' এই শঙ্কা আপনার চিন্তার কারণ হতে পারে।

অতএব আপনি যখন বিপদে আক্রান্ত হবেন এবং আলামত দেখে বুঝবেন যে, আল্লাহ তাআলা এই বিপদ-মুসিবত দ্বারা আপনার কল্যাণ চান। তখন আপনার বরং আনন্দিত হওয়া উচিৎ। নিজেকে বলুন, 'আমি তো আল্লাহ তাআলার হক লঙ্ঘন করেছি; কিন্তু তিনি যে ধৈর্যের আঁধার। স্বীয় করুণাগুণে আমার সাথে এমন আচরণ করেছেন যার যোগ্য আমি নই। আমার কল্যাণ চেয়েছেন এজন্য নয় যে আমি এর যোগ্য; বরং এসবই তাঁর ক্ষমা ও দয়া-অনুগ্রহের বহিঃপ্রকাশ।

প্রশ্ন উঠতে পারে, 'আল্লাহ তাআলা আমার কল্যাণ চাচ্ছেন, এটা কিভাবে বুঝবো?'

আপনার কী মনে হয়? সম্পদের প্রাচুর্য আর পার্থিব সুখ-স্বচ্ছন্দ ও নিরাপদ জীবন উপভোগ করে এই কল্যাণের প্রত্যাশা করা যায়?

না, কখনোই নয়। পার্থিব নির্বিঘ্ন সুখ-স্বচ্ছন্দ জীবনযাপন রবের সন্তুষ্টি ও আশুকল্যাণের নিদর্শন নয় কিছুতেই। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ ﴿١٥﴾ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ﴾

'মানুষ এমন যে, যখন তার পালনকর্তা তাকে পরীক্ষা করেন, অতঃপর সম্মান ও অনুগ্রহ দান করেন, তখন বলে, আমার পালনকর্তা আমাকে সম্মান দান করেছেন। আর যখন তাকে পরীক্ষা করেন, অতঃপর রিজিক সংকুচিত করে দেন, তখন বলে, আমার পালনকর্তা আমাকে হেয় করেছেন।'[১৩]

অনেকে পার্থিব ভোগ-বিলাসের অঢেল প্রবাহ পেয়ে মনে করে, আল্লাহ তাআলা তাকে ভালোবেসেই এসব দিয়েছেন। আল্লাহর কাছে তার মর্যাদা আছে বলেই এতোসব প্রাচুর্য সে লাভ করেছে। পক্ষান্তরে যে অভাব ও কষ্টের জীবনযাপন করে তার মনে হয়, আল্লাহ তাআলা তাকে অপদস্ত করার জন্যই এতোসব দুঃখ-কষ্ট তার ওপর চাপিয়েছেন।

অর্থাৎ দুনিয়ার জীবনের স্বচ্ছলতা ও অস্বচ্ছলতাকে আল্লাহর সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টির নির্ণায়ক মনে করা হয়। তাদের ধারণা, আল্লাহ যাকে ভালোবাসেন তাকে স্বচ্ছলতা দেন আর যার প্রতি বিরাগভাজন হন তাকে দারিদ্রতার কষাঘাতে আক্রান্ত করেন।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা পুঁজিতান্ত্রিক এই চিন্তাদর্শনকে নাকচ করে দ্ব্যর্থভাবে বলেন,

﴿كَلَّا﴾

'এটা অমূলক'[১৪]

অর্থাৎ পার্থিব স্বচ্ছলতা-অস্বচ্ছলতা রবের সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টির নির্ণায়ক হতে পারে না।

---

১৩. [সুরা ফাজর : ১৫-১৬]
১৪. [সুরা ফাজর : ১৭]

অন্যত্র আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿مَّن كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَن نُّرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَّدْحُورًا ﴿١٨﴾ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشْكُورًا﴾

'যারা শুধু দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী সফলতা প্রত্যাশা করে, আমি খুব তাড়াতাড়িই তারা যা চায় তা দিয়ে দিই; এরপর তাদের জন্য নির্ধারণ করি জাহান্নাম। চরম অপমানিত আর আল্লাহর রহমত থেকে বিতাড়িত অবস্থায় তারা সেখানে প্রবেশ করবে। আর যারা পরকাল কামনা করে এবং মুমিন অবস্থায় তার জন্য যথাযথ চেষ্টা-সাধনা করে, এমন লোকদের চেষ্টা স্বীকৃত হয়ে থাকে।'[১৫]

﴿كُلًّا نُّمِدُّ هَٰؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ﴾

'তাদের প্রত্যেককেই আমি জীবনোপকরণ দিয়ে সাহায্য করবো।'[১৬]

মুমিন, কাফের, নেককার, বদকার নির্বিশেষে প্রত্যেকেই রবের দেয়া পার্থিব দান-প্রতিদানের ভাগ পাবে।

﴿وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا﴾

'আপনার রবের দান আটকানোর কেউ নেই।'[১৭]

কথা হচ্ছে, আল্লাহ আপনার কল্যাণ চান, এটা কিভাবে বুঝবেন? এর নিশ্চয়ই কোনো মাপকাঠি আছে? চলুন এ ব্যাপারে হাদিসে কী আছে দেখে নিই।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

وإنَّ اللهَ عزّ وجلَّ يُعطي الدُّنيا مَن يحِبُّ ومَن لا يحِبُّ، ولا يُعطي الدِّينَ إلّا لمَن أحَبَّ

১৫. [সুরা ইসরা : ১৮-১৯]
১৬. [সুরা ইসরা : ২০]
১৭. [সুরা ইসরা : ২০]

‘নিশ্চয়ই আল্লাহ দুনিয়ার ভোগবিলাস যাকে ভালোবাসেন, যাকে ভালোবাসেন না প্রত্যেককেই দান করেন। তবে ঈমান শুধুমাত্র তাঁর প্রিয়জনদেরই দান করেন।[১৮]’

হ্যাঁ, ঈমান-ই সবকিছুর নির্ণায়ক। সুতরাং আপনি যখন উপলব্ধি করবেন যে, বালা-মুসিবত আপনাকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে দিয়েছে, বুঝে নেবেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আপনার কল্যাণ চান। আল্লাহ না করুন, এর উল্টো যদি মুসিবতে আক্রান্ত হয়ে আল্লাহর স্মরণ থেকে দূরে সরে যান; তাহলে নিজের ব্যাপারে সতর্ক হন। বঞ্চিতদের দলভুক্ত হওয়ার পূর্বে নিজেকে শোধরান।

যখন দেখবেন, এমন এমন বিপদ-মুসিবত আপনাকে আষ্টেপিষ্টে ধরেছে, যা আপনার কল্পনায়ও ছিল না; কিন্তু এতদ্বসত্ত্বেও আল্লাহ আপনার মন প্রশান্ত রেখেছেন। বুঝে নেবেন যে, আল্লাহ আপনার কল্যাণ চান।

আল্লাহ তাআলা যদি আপনাকে তাঁর প্রতি সুধারণা পোষণের তাওফিক দেন, তাকদিরের ওপর আপত্তি করা থেকে রক্ষা করেন; বুঝে নেবেন তিনি আপনার কল্যাণ চান।

বিপদ-মুসিবতে দিনাতিপাত করেও যদি আপনার মুহূর্তগুলো কুরআনের সাথে সানন্দে কাটে, রবের অগণিত নিয়ামতের কথা স্মরণ করে আপনার চোখ ভিজে ওঠে; এর অর্থ আল্লাহ তাআলা আপনার কল্যাণ চান তাই আপনাকে এর তাওফিক দিয়েছেন।

মানুষের ভয়ভীতি, হুমকি-ধমকিতে যদি ভীত না হয়ে উল্টো এসব তুচ্ছ মনে হয়, আপনি আশ্বস্ত হন যে, এরা মহান প্রতাপশালী আল্লাহর ক্ষমতার সামনে নগণ্য। আর তাই মানুষের কাছে নত না হয়ে রবের প্রতি মনোনিবেশ করতে সক্ষম হন; তাহলে বুঝে নেবেন—এইসব কিছুর তাওফিক আল্লাহ আপনাকে দিচ্ছেন, কারণ তিনি আপনার কল্যাণ চান।

---

১৮. [মুসনাদে আহমদ : ৩৬৭২, সনদ দুর্বল।]

বালা-মুসিবতে আক্রান্ত হয়েও দীনি কাজের তাওফিক প্রাপ্তির অর্থ, তিনি আপনাকে কাছে টানতে চান। অথচ বহুজন সুস্থ-সবল জীবনযাপন করেও প্রবৃত্তির তাড়নায় কাতর হয়ে নানান রকম সন্দেহ-সংশয়ের চোরাবালিতে কুপোকাত হয়। আল্লাহ তাআলা আপনাকে তাদের দলভুক্ত না করে দীনের পথে অবিচলতা দিয়েছেন। এর অর্থ, তিনি আপনাকে ভালোবাসেন। আপনার কল্যাণ চান।

আপনার আত্মার বিচরণ যদি হয় রাজাধিরাজ আল্লাহর রাজত্যে, আরশের ছায়ায়; যদিও-বা আপনার দেহসত্ত্বা বন্দী থাকে জেলখানায় কিংবা আপনি রোগেশোকে হন মূহ্যমান। তাহলে এটা কীসের লক্ষণ? অবশ্যই এটা কল্যাণের নিদর্শন। আপনার রব যে কল্যাণের জন্য আপনাকে বাছাই করেছেন অনেকের মধ্য থেকে।

সারকথা, বিপদ-মুসিবতে এই প্রশান্তি, সবর, নেক কাজের তাওফিক লাভ, আল্লাহর প্রতি সুধারণা, হৃদয় তাঁর প্রতি আকর্ষিত থাকা; ভয় না পেয়ে তাঁর রহমতের আশা করা, সর্বোপরি দীনিকাজের তাওফিক লাভ—এইসব ঈমানের প্রোজ্জ্বল নিদর্শন। আল্লাহ এসবের তাওফিক তাঁর প্রিয়দের-ই দিয়ে থাকেন। যদি আপনার উপলব্ধিও এমন হয় তো বুঝে নেবেন, তিনি আপনার কল্যাণ চান। এটা কি হতে পারে যে, আল্লাহ আপনাকে বিপদে আক্রান্ত করবেন আবার একে আপনার ভালো লাগবে, এজন্য যে তিনি আপনার অকল্যাণ চান?! ওয়াল্লাহি! এটা হতে পারে না। বিপদে আক্রান্ত হয়েও আপনার সবর ও সন্তুষ্টিজ্ঞাপন এটা এই জন্যেই যে, আল্লাহ আপনার কল্যাণ চান।

প্রিয় ভাই, প্রিয় বোন, সিদ্ধান্ত আপনার। আপনি যদি বিপদাপদে আক্রান্ত হয়েও আল্লাহ তাআলার ইবাদতে নিমগ্ন থাকেন, আপনার জবান রবের প্রশংসা ও 'রিযা বিল কাজা' জ্ঞাপনে তৎপর হয়; তবে এটা ভালো লক্ষণ। আল্লাহ আপনার কল্যাণ চেয়েছেন বিধায় এটা হয়েছে। আর তখন আপনার হৃদয়ে প্রশান্তির পরশ বইতে থাকবে। আল্লাহর ফয়সালার ব্যাপারে তনুমন প্রশান্ত থাকবে।

পক্ষান্তরে যদি তাকদিরের ব্যাপারে -আল্লাহ না করুন- আপনি অসন্তুষ্ট হন, বা ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তাগ্রস্ত, ভয়-শঙ্কা, প্রজ্ঞাময় আল্লাহর কার্যাবলির ব্যাপারে সংশয়ের বীজ মনে দানা বাঁধে; তাহলে বুঝে নেবেন, আপনি ভুল পথে আছেন।

ইবনুল কাইয়িম রহ. বলেন,

من أراد من العمال أن يعرف قدره عند السلطان فلينظر ماذا يوليه من العمل، وبأي شغل يشغله

'যে কর্মচারী বাদশাহর কাছে নিজের অবস্থান কতটুকু তা জানতে চায়, সে যেনো দেখে বাদশাহ তার ওপর কী ধরণের কাজের দায়িত্ব অর্পণ করেন। কী রকম কাজে তাকে নিয়োগ দেন।'

সুতরাং আপনারও উচিৎ নিজের দিকে মনযোগ দেয়া যে, আল্লাহ তাআলা আপনাকে কী কাজে নিয়োজিত করছেন, আপনার দ্বারা কী কাজ নিচ্ছেন? যেনো আপনি বুঝতে পারেন তাঁর কাছে আপনার অবস্থান কতখানি? তিনি কি আপনার কল্যাণ চান না অকল্যাণ? যদি মনের অবস্থা আশানুরূপ না পান—তাহলে কালবিলম্ব না করে সত্বর তাওবা করুন। তাওবার তাওফিক যদি নসিব হয় তাহলে বুঝবেন, আল্লাহ তাআলা আপনার কল্যাণ চান।

এটা কতইনা উত্তম জীবন, যাপিত যে জীবন আপনার কাটবে এই উপলব্ধিতে যে, মহামহিম আল্লাহ আপনাকে ভালোবাসেন।

আপনি যখন 'রিযা বিল কাজা' র সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষম হবেন, তখন উপলব্ধি করতে পারবেন যে আল্লাহ আপনাকে ভালোবাসেন। কারণ হাদিসে যেমনটা এসেছে,

لا يعطي الايمان الالمن احب

'একমাত্র তাঁর প্রিয়ভাজনদের-ই ঈমানের তাওফিক দেন।'[১৯]

১৯. [মুসনাদে আহমদ : ৩৬৭২]

তাহলে বুঝা গেলো 'রিযা বিল কাজা' তথা আল্লাহর ফয়সালার ব্যাপারে সন্তুষ্টি ইমানের লক্ষণ। যদি আপনি এর তাওফিক প্রাপ্ত হন তাহলে এটাই প্রমাণ যে, আপনি আল্লাহর প্রিয়ভাজন।

এবার ঠিক করুন, আল্লাহর ফয়সালার ব্যাপারে আপনার ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি কিভাবে তৈরি করবেন। দেখুন, বাহ্যত ভালো-মন্দের—এইসব বিষয়-আসয়ের নিয়ন্ত্রণ যাঁর হাতে তিনি আর কেউ নন আপনার প্রিয়বন্ধু আল্লাহ তাআলা; তিনি আপনাকে ভালোবেসেই এইসব বিপদাপদ দিচ্ছেন।

এবার তিনি যদি আপনাকে রোগবিমার দেন তো ভাবুন, এটা তো আমার প্রিয়ের পক্ষ থেকেই এসেছে, সমস্যা কী? আপনার প্রিয় কেউ মারা গিয়েছে তো অভিযোগ কার বিরুদ্ধে জানাবেন? এটাতো আপনার রবের-ই ফয়সালা।

তবে হ্যাঁ, মুমিন বান্দা আশা ও ভয়ের মিশ্র অনুভূতিতে দোলায়িত থাকে। কিভাবে সে বুঝবে যে, এইসব বিপদ-মুসিবত আল্লাহর ক্রোধের নয় রহমতের নিদর্শন?

হ্যাঁ, বিপদ-মুসিবতের সময় আপনার প্রতিক্রিয়া কেমন হয় এর দ্বারা-ই নির্ধারণ হবে এটা আল্লাহর রহমত না ক্রোধ। যদি বিপদের সময় আপনি আল্লাহর দিকে মনযোগী হন, তাঁর ফয়সালার ব্যাপারে সন্তুষ্টির সাথে সবর করতে পারেন; তাহলে আল্লাহর প্রতি এই ভালোবাসা ও নির্ভরতার প্রকাশ বাড়তে থাকবে। আপনি মন থেকে চাইবেন, ভালোবাসার এই নিয়ামত দীর্ঘায়িত হোক। আর এহেন পরিস্থিতিতে আল্লাহর সাথে আপনার নিবিড় সম্পর্ক সবর ও রিযা বিল কাজা অর্জনে সহায়ক হবে। পক্ষান্তরে বিপদে পড়েই যদি তাকদিরের ব্যাপারে উল্টাপাল্টা বলতে শুরু করেন, তাহলে বিনিময়ে আল্লাহর ক্রোধ-ই পাবেন।

অতএব ভয় করুন, যেনো নিজের অবিবেচক প্রতিক্রিয়ার কারণে আল্লাহর সাথে আপনার সম্পর্ক ক্ষতিগ্রস্ত না হয়ে যায়। যার কারণে আপনি নিঃসঙ্গতার আঁধারে হারিয়ে যেতে পারেন। তাই সাবধান, অজানা এই ভয়ের কারণে তাকদির সম্বন্ধে অনিয়ন্ত্রিত কথাবার্তা বলবেন না যেনো।

আমি যখন বন্দী ছিলাম, তখন আমার বোন জেলখানায় আমার সাথে দেখা করতে আসতো। একবার সাক্ষাতকালে সে বলে, আগের বার সে আমার মধ্যে অস্থিরতা ও ধৈর্যের কমতি লক্ষ্য করেছে। এরপর সে আমাকে বলে, আমি চাই তুমি মানসিকভাবে আরও শক্ত হও, যেমনটা আমরা তোমার ব্যাপারে জানি। তুমি ভীত হবে না বা ক্লান্ত হয়ে পড়বে না কিছুতেই। আমি তখন তার জবাব দিয়েছিলাম কবিতার মাধ্যমে; যার শিরোনাম ছিল, 'বন্দী কে?' আলোচ্য বিষয়ের সাথে তার মিল রয়েছে বিধায় এখানে তা উল্লেখ করাটা সঙ্গত মনে হচ্ছেঃ

বন্দী কে?

আমার বোন জেলখানায় আমার সাক্ষাতে এসেছে
সম্মান ও দৃঢ়তার সবক স্মরণ করিয়ে দিতে।
বললো, তোমার কল্যাণকামী হয়ে এসেছি
যেনো তোমার অবিচলতার গতি বৃদ্ধি করতে পারি।
সাবধান, অবসাদে নৈরাশ্য যেনো পেয়ে না বসে
ধৈর্য ধরো, শুভসংবাদের প্রত্যাশা জমিয়ে রাখো।
সম্মানের শিখরে পৌঁছুতে পারবে না যদি না
সবরের চামচ কামড়ে থাকতে পারো।
বোন আমার এ নিয়ে ভাবনা কেন?
তোমার ভাই জানে কী করতে হবে;
দায়ীর পথ অবশ্যই কণ্টকাকীর্ণ, সঙ্কটাপন্ন।
আল্লাহ আমাদের এভাবেই ছেড়ে দেবেন না
যাবত না সৎ অসৎ পৃথক করে দেন। আর
মুনাফিক ও অবাধ্যদের জাহান্নামের অতলে ফেলেন।
আমি বেশ আছি এখানে; ক্লান্তি-অবসাদের ভয় কীসের?
সঙ্গী-সাথীর মজমায় প্রয়োজনের ভরপুর আয়োজনে
আমি মুক্ত-স্বাধীন এখানে; সফরে সফরে কাটে মোর বেলা।
বন্দী হবার পূর্বে দুটি ফুটফুটে জমজ সন্তানের বাবা হয়েছি আমি